A poem by J H Prynne

Translated by Rupsa Banerjee

From Kitchen Poems (1968)

সংখ্যাগুলো / The Numbers

গোটাটি হলো, একটা কঠিন
ব্যাপারঃ এই শৃঙ্খলকে কম
করা। সেই সিগ্ন্যাল্সে, যাতে আমি আবার ফিরে আসি
আবার এইটা তে; আমরা হলাম
                    সামান্য / বৃষ্টির মধ্যে,
                    উন্মুক্ত বা মুক্ততা ছাড়াই,
                    আনন্দর ভেতরে যে
আলো, হলো যেমন খুশির মাঝে শুধু মাত্র
একটা শব্দ নয়, একাকী এদের মাঝে; কিন্তু
চামড়া সমস্ত বিন্দুবিষয়ের ওপর দিয়ে, হাড়গুলোর ওপর দিয়ে
সেইখানেই আমরা পাচ্ছি আর
                      ছোট হতে হবে:
                      চলতি প্রথার থেকে বেশি না
                      আর সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বের
& সেই সিগন্যাল, মনে হয় আমরা যেন
বেঁধে রাখি অনেকগুলো গলা। কামনা করি:
মুখ্যটিকে মনোনীত করা, আমাদের তাক লাগাতে হবে
একটু ক্ষীণ হলেও, সেইটাই এখন হলো জীবন,
                      যার থেকে
                      বোঝা যায় আমরা কতটা
                    ঘেরা, কতটা আশাহীন।
রাজনীতি অতয়েব, একটা মানুষের জন্য
হলো চামড়ার প্রশ্ন, যাতে সে নিজের
রাজ্যের আসল বিষয়ের কথা আর জিজ্ঞেস না করে,

এই ক্ষণিকের মধ্যে, সংক্ষিপ্ততার চেয়েও। অন্য
সব অনুসরণ করে: যতক্ষণ বিবেচনা করে
নিয়ম মানা যায়:
সিদ্ধান্তই হলো
তথ্য আর সব থেকে বেশি
প্রাধান্য পায় বিশ্বাস।
অনেকটাই সোজা মনে হয়ে এই পদস্খলন
বিশ্বাসের কাছে গিয়ে পৌঁছনো যদি না রুপো
হতো আরো একটা প্রভা, আর আমরা সেটা জানি।
আমাকে সরে দাঁড়াতে হবে এই উষ্ণ
ক্ষয় থেকে, ডাকা
হবে কোনো এক ডেনিশ দৃঢ় উক্তি,
আমাদের কাউকেই এটা
উদ্বেগিত করেনা, এই ব্যতিক্রম
হওয়ার ঝুঁকি
কিন্তু আমাদের সকলেরই চাই, অনেকই
বেশি, জায়গাটা সংজ্ঞায়িত
আমরা কি ঋণী থেকে যাই তার অনুসারে (এই হালকা মাত্রাতে
যেইটা আমরা উষ্ণতার ওপরে
চেয়েছি।
কেবল মাত্র দেখি আবহাওয়া
যেই রকম আকাশ বদলায়,
বা ঋতুগুলির এক
হঠাৎ-পিছলানো পারম্পর্য,
একেই দেখো
চলাফেরা একটা সাদা শক্তি
হাড়ের ভিতর আমরা দেখি, সর্বদাই বা
ক্রমে ক্রমে, বিন্দু মাত্র বাসনার বাইরে
যেমন ম্যাপ আমাদের পায়ের তলাতেই। আমরা চাই
অনেক সর্বথা অন্যের জন্যে
আমাদের ক্রমশ সংকুচিত হতে হবে / এইটা নিয়ে

আমরা হলাম ছোট,
আমাদের যন্ত্রণা একটু বেশিই তীব্র।
আর এই জমি হলো চওড়াঃ আমরা কত
দূরবর্তী, আমরা সংরক্ষণ করবো
নির্বাচনের মাধ্যমে, যেটা বোঝায়
উপযুক্ততা কম হওয়া আর যুক্তিসঙ্গত হওয়া।
যুক্তি দিয়ে সক্ষম, আগুনের শিখা
নেই সেখানে, কিন্তু গভীরে,
খনির ভেতরে, হলো রুপো।
সেইখানেই আমরা খুঁজে পাই রাজ্যকে, যেখানে
আমরা স্বীকার করি সেই নবজীবনপ্রাপ্ত তথ্যঃ উইলিয়াম স্মিথ
বা তারই মতন কেউ হতে পারে প্রতিষ্ঠাতা
দরকার পড়লে। আমি সন্দেহ করি যে এটা
আদৌ সত্যি কি না, যেহেতু আমাদের
প্রয়োজন নেই সেই শিখরের ধ্রুবতারার
যা থাকে সকলের মনে।
আমরা প্রাণবন্ত, শ্রদ্ধা আছে এর মধ্যেই
সম্ভাবতায়। সেই দৃঢ়
প্রশ্ন, নির্বাচনের
সেই চয়িত স্বর্গদূতের। লক্ষণ আর শ্রেনীবিন্যাস
আমাদের নিতে হবে, এইটা সত্যি
করা উচিত। এ ছাড়া আমাদের আর কোনো
প্রারম্ভ নেই প্রভাবের।
এইরকম হলো নির্বাচনের শর্তাবলি,
হয়ে ওঠে নামগুলোর ভিত্তি।
চলো ফিরে আসি সেই অন্য প্রাধান্যতে,
টার্মিনাল সিস্টেমগুলোর প্রভাব, সেইখান থেকেই।
বাতাসের মধ্যে, কিন্তু প্রথমত
এর আগে সেই অন্য জিনিসটি
যেটা থাকে বাতাসে।
একটি মানুষই হলো প্রত্যেকে; আর তার মধ্যেই

হলো পারম্পর্য / বা সেই নির্বাচন
থেকেই আসবে আরেকটা
নতুন প্রগতিশীল তারা, সেই
আকাশের রাজ্যের মধ্যে, আমাদের
অবিচ্ছিন্নতা এই প্রদেশের ভিতর। এই হলো সেই লাগাম
যা দিয়ে শাসনপদ্ধতি ভেবে দেখতে হবে,
সেই স্থানীয় ব্যবস্থার, গুণ হলো
প্রাথমিক অবস্থান।
আর এই হলো সেই মাননীয়, আমাদের
নিকট উপরিতলের ভাঁজ।
তারা বলে এইটা হলো যুদ্ধনিবৃতি
বা ইতিহাস। কিছু দিওনাঃ তাদের জন্য
এইটা হলো মাননীয়,
হলো অধ্যক্ষ
হলো স্বর।

Copyright © 2022 Rupsa Banerjee, Published 31st July, 2022.

Rupsa Banerjee's poems have been published by *Lady Chaos* (New York), *Chaour* (Kolkata), *Earthbound* (London), and *Veer* (London). Her poetry has been shortlisted for the *The River Heron Review Poetry Contest* and for the Janet McCabe poetry prize. She is Assistant Professor of English at St. Xavier's University, Kolkata, India. Rupsa has translated the works of the Bengali poet Saileswar Ghosh for an anthology on the

literature of partitioned Bengal. She is presently working on translating J. H. Prynne into Bengali. Her academic articles have appeared in Sanglap Magazine and The Apollonian. She is co-editor of the collection *Rethinking Place Through Literary Form*, brought out by Palgrave-Macmillan, 2022.